বহুরূপী ও আখড়া - বিষ্ণুপুর

দ্বিজেন্দ্রনাথ অধিকারী

জগতের সবচেয়ে বৈচিত্রময় বহুরূপী নিঃসন্দেহে স্বয়ং জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর। সবরূপের আড়ালেই তিনি। 'তিনিই সব কিছু হয়েছেন'। বহুরূপীর আলোচনায় আমরা বহুরূপে বিরাজিত সর্বগ ঈশ্বর, অথবা কথামৃত গ্রন্থে বর্ণিত রঙ বদলানো গিরগিটি নিয়ে নয়, আলোচনা করব মানুষ বহুরূপী নিয়ে। শরৎচন্দ্রের শ্রীনাথ বহুরূপীর স্বজনদের নিয়ে। শ্রীনাথ বহুরূপী, রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট কাবুলিওয়ালার মতই বাঙালি হৃদয়ের আপনজন।

কাটোয়া থেকে নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর হয়ে রাজপথ চলে গেছে কলকাতা। এই পথে কাটোয়া থেকে দশ কিলোমিটার পথ গেলেই আখড়া - বিষ্ণুপুর**। বাস স্টান্ড থেকে পাঁচ - ছয় মিনিট হেঁটে গেলে গ্রামের উত্তর প্রান্তে; প্রায় পঁচিশ - ত্রিশটি পরিবার নিয়ে বহুরূপীদের পাড়া। গায়ে গায়ে লাগা মাটির ঘর। খড়ের চাল। কারও কারও একটুকরো দাওয়া। এক একটি বহুরূপী পরিবারের ঘরকন্না। বহুরূপীরা গোষ্ঠী সচেতন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আপন গোষ্ঠীর লোকজনের খবরাখবর এঁরা রাখেন যথেষ্ট পরিমানেই এবং বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হয় আপন গোষ্ঠীর মধ্যেই। ব্যতিক্রম নেই এমন কথা অবশ্য বলা যাবে না।

বৃহস্পতি বার লক্ষ্মীবার। লক্ষ্মীবারে গৃহস্থরা দান বা পারিতোষিক, কোন কিছুই দিতে চান না। প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকায় বহুরূপীরা বৃহস্পতিবারে কাজে বার হন না। বরং অনেকে এই দিন নিজেদের বাড়িতে শ্রীদেবীর আরধনা করে থাকেন। তাঁদের দেখা পেতে তাই এই বৃহস্পতিবারেই গিয়েছিলাম। এই বহুরূপী গ্রামে।

জাতিগত ভাবে বহুরূপীরা নিজেদেরকে ব্যাধ বা বেদিয়া হিসাবে অভিহিত করে থাকেন। স্থানীয় ভাবে আখড়া - বিষ্ণুপুর অঞ্চলে বহুরূপীরা পাখমারা নামেও পরিচিত। পাখমারা পরিচিতির মধ্যেই লুকোনো আছে বহুরূপীদের অতীত ব্যাধ জীবনের স্বীকৃতি। সরকারি সার্টিফিকেট অনুযায়ী এরা সিডিউল ট্রাইব রূপে স্বীকৃত। বহুরূপীদের পদবি কিন্তু এক নয়; ভিন্ন ভিন্ন। আখড়া বিষ্ণুপুরের বহুরূপীদের পদবি রায়, মুর্শিদাবাদের বাজার পাড়ার বহুরূপীদের পদবি রাই। রায় নয়। বীরভূমের বিষয়পুর, নাওতারায় এদের পদবি চৌধুরী; আবার একই জেলার শীতলগ্রামে বহুরূপীদের পদবি বাজিকর।

ভাবতে অবাক লাগে, ব্যাধ থেকে বহুরূপী। শিকার থেকে শিল্পী। তাই কৌতুহল হয়েছিল তাদের উত্তরণের পথরেখা জানতে। কিন্তু সে কৌতূহল মেটাতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেও ছিল কৌতুকজনক। তাঁদের অতীত জানতে চাওয়ায় জনৈক বহুরূপী গর্বের সাথে জানিয়েছিলেন তাঁরা 'শ্রীনাথ' বহুরূপীর বংশধর। কোন শ্রীনাথ জানতে চাওয়ায় মৃদু হেসে যোগ করেছিলেন, 'আপনাদের শরৎচন্দ্র যার কথা বইতে লিখেছিলেন।' মুর্শিদাবাদের লালবাগে একজন বহুরূপী বেশ নবাবী মেজাজে জানিয়েছিলেন নবাব বাহাদুর তাঁদের বাপ ঠাকুর্দাকে 'বাঙলা মুলুকে' এনেছিলেন ঝাড়খন্ড অথবা লক্ষ্ণৌ থেকে। অনেকটা পাঁচগ্রাম অথবা প্যারিস থেকে আনার মত। ১৩৪১ বঙ্গাব্দে স্থাপিত আখড়া বহুরূপী শিল্প সংস্থার সম্পাদকের কথায় তাদের বাপঠুকুরর্দার জন্মও এই গ্রামে হয়েছিল 'তেনারাও ছিলেন বহুরূপী। এই গ্রামে তাদের বাস বহুদিনের।' 'বহুদিন বলিস কী রে?' সম্পাদককে ইঙ্গিতে থামিয়ে দিয়ে একজন প্রবীণ বহুরূপী জানিয়েছিলেন তাঁরা আখড়ায় বাস করছেন 'সেই ক্রেতা যুগ থেকে'। বহুরূপীদের অতীত জানার প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়েছিলাম এখানেই।

বহুরূপীদের রূপায়িত চরিত্র বেশ বৈচিত্রময়। মহাদেব, মহীরাবন, মহিষাসুর, মা-কালী, নন্দঘোষ প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্রের পাশাপাশি সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে, ভিন্নরূপে তাদেরকে দেখা যায়, হনুমান, জাম্বুবান, বাঘ, সিংহ এমনকি রাক্ষস সাজতে। মাথায় ঘোমটা সামান্য অদল বদল করে নিমেষে বুড়ি হয়ে যাচ্ছে বুড়ো। শেষে মজাদার আর একটি চরিত্র— হঠাৎ - বাবু — তথাকথিত বাবু চরিত্রের প্রতি শ্লেষাত্মক ঈঙ্গিতের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় বহুরূপীদের সমাজ সচেতনতা।

বহুরীপীরা নিজেদেরকে লোক শিল্পী হিসেবে ভাবতে ভালবাসেন। লোকশিল্পের সাথে যুক্ত অধিকাংশ লোকশিল্পীদের মত বহুরূপীদের আর্থিক অবস্থাও ভালো নয়। টাকার অঙ্কে মাসিক আয় ২,০০০/ টাকার মত। এই আয় কিন্তু সবটাই নগদে নয়। গ্রামের গৃহস্থরা অনেকেই নগদ পয়সার বদলে চাল, ডাল, আনাজ প্রভৃতি দিয়ে তাদেরকে বিদায় করে থাকেন। এই সামান্য আয় থেকেই কিছু খরচ করতে হয় তাঁদের পেশাগত প্রয়োজন মেটাতে। মেক্আপ, ড্রেস প্রভৃতি বাবদ। আয়ের তুলনায় সে খরচও কম নয়। বছরে হাজার - বারোশত টাকার মতো। পেশাগত প্রয়োজন মেটাতে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস তাঁরা নিজেরাই তৈরি করে নেন। এই শিল্পকার্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় তাঁদের শিল্প নৈপুণ্য, খুঁজে পাওয়া যায় শিল্পী মন। স্থানীয় ভাবে পরিচিত চিক্‌চিকি বস্তা নামে সিন্থেটিক বস্তার সুতো দিয়ে খুব সুন্দর হনুমানের সাজ তৈরি করে নেন নিজেরাই। ঘোড়ানাচে ব্যবহৃত ঘোড়ার আদলে তৈরি আদুরে আদুরে চেহারার পুতুলগুলিও তাঁদের নিজেদের তৈরি। বিভিন্ন উৎসবে, শোভাযাত্রায় পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বহুরূপীরা অংশ নিয়ে থাকেন। ঘোড়ানাচের সাথে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সঙ্গত করে থাকেন নিজেরাই। চটুল ছন্দে দেশজ বাজনার মাদকতা বেশ উপভোগ্য। মধু সংগ্রহ করেও এরা কিছু অতিরিক্ত আয় করে থাকেন। কোনও ষাঁড় গরুর পিঠে বা কুঁজে, জটার মতো অতিরিক্ত কোনও ঝুলন্ত অংশ অথবা খুর যুক্ত প্রত্যঙ্গ থাকলে, সেই গরুকে 'বসুয়া গরু বলে। বসুয়া গরু শিবের বাহন এই বিশ্বাস অনেকের মধ্যেই থাকায় বীরভূমের শীতল গ্রামের বহুরূপীরা এই বসুয়া গরু দেখিয়েও অর্থ উপার্জন করে থাকেন।

বহুরূপী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে সাক্ষর হলেও নিরক্ষরের সংখ্যাও কম নয়। তবে বর্তমানে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। বুঝতে পেরেছেন শিক্ষার উপযোগিতা। শিক্ষার সাথে যে মান - সম্মান জড়িয়ে এই বোধ তাঁদের হয়েছে — তাই একজন বহুরূপী গর্বভরে জানিয়েছিলেন তাঁর বহুরূপী মামার ছেলে ও মেয়ে কলেজে পড়ে।

বর্তমান আর্থ সামাজিক অবস্থায় বহুরূপী সম্প্রদায় যথেষ্ট বিচলিত এবং বিব্রত। এই শিল্পও এক সংকটময় সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রয়োজন হৃদয়বান শিল্পমনস্ক মানুষ, প্রয়োজন ঐতিহ্য - সচেতন সমাজ। নতুবা গৌরবময় এই লোকশিল্প কম্পিউটার ভাইরাসের মতো— বিকৃতমনা অক্ষম শিল্পীদের সৃষ্টি শিল্প - ভাইরাসের আক্রমণে অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে।